COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

ভামহ

ভরতের রসতত্ত্ব কালক্রমে বিস্মৃতপ্রায় হয়ে যায় আলংকারিক সমাজে। ভরত ও ভামহের মধ্যবর্তী কালে কাব্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলংকারিকগনের মধ্যে যে এক নতুন মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব ভরতপরবর্তী কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার পথিকৃৎ হলেন আচার্য ভামহ। ভরতমুনি যেখানে একটি মাত্র শব্দালঙ্কার এবং তিনটি অর্থালঙ্কার উল্লেখ করেছিলেন, সেখানে ভামহ তিনটি শব্দালঙ্কার এবং বত্রিশটি অর্থালঙ্কার স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভরত এবং ভামহের মধ্যবর্তীকালে অলংকারের সংখ্যা কেমন করে বাড়তে লাগল ,কেমন করে আভ্যন্তর রসতত্ত্ব থেকে কাব্যবিচারকগণের দৃষ্টি ক্রমশঃ কাব্যের বাহ্যশোভাহেতু অলংকারসমূহের দিকে সঞ্চারিত হল–এই ইতিহাস তথা অলংকারশাস্ত্রের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস লুপ্ত হওয়ায় ,তেমন করে কিছুই বোঝা সম্ভব হয়নি। তবে যদি এই বিবর্তনের ইতিহাসধারা জানা যেত, তবে খুব সুখকর হত।

যাই হোক, তবে নিঃসন্দেহ যে অলংকারসমূহ ক্রমশঃ কাব্যে প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং অলংকার নিবেশই কবিগণের কাব্যক্রিয়ার চরম লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হয়েছিল।ভামহ রচিত 'কাব্যালংকার'ই অলংকার প্রাধান্যের নির্দেশস্থানীয় গ্রন্থ।তাই ভামহ তার গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছেন–

"ন কান্তমপি নির্ভূষণং বিভাতি বনিতাননম্"।

অর্থাৎ বণিতার আনন যেমন অলংকার ছাড়া শোভা পায় না, তেমন উপমাদি অলংকার ছাড়া কাব্যও শোভা পায় না। ভামহের মতে প্রত্যেক অলংকারই বক্রোক্তি থেকে উদ্ভূত। তাই তিনি বলেছেন–

"সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে।

যত্নো অস্যাং কবিনা কার্য্যঃ কোऽলংকারোऽনয়া বিনা"।।

আচার্য ভামহের কাল অষ্টম শতাব্দী,এর প্রায় দুইশত বছর পরে বক্রোক্তিজীবিতকার কুন্তকের আবির্ভাব হয়। তার মতেও বক্রোক্তি হল কাব্যের প্রাণ। ভামহের মতে বক্রোক্তি এবং অতিশয়োক্তি তুল্য অর্থাৎ সমান। তাই যে সকল অলংকারে অতিশয়োক্তি বা বক্রোক্তির কোনও লেশমাত্র নেই, সেগুলি ভামহের মতে প্রকৃতপক্ষে অলংকারই নয়।অতএব হেতু,সূক্ষ্ম এবং লেশ ভামহের মতে অলংকারই নয় ।যেহেতু এরা বক্রোক্তিশূন্য–

"হেতুশ্চ সূক্ষ্মো লেশোऽথ নালংকারতয়া মতঃ।

সমুদায়াভিধেয়স্য বক্রোক্ত্যনভিধানতঃ"।।

তবে ভামহের মতে স্বভাবোক্তি অলংকারগোষ্ঠীর বহির্ভূত ,যেহেতু তা বক্রোক্তিশূন্য-

"স্বভাবোক্তিরলংকার ইতি কেচিত্ প্রচক্ষতে"।

ভামহ অলংকারপ্রস্থানের আচার্য হলেও তিনি রস, ভাব প্রভৃতি স্বীকার করেছেন। তবে তার মতে এগুলি অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতির মত কাব্যেরই অলংকার মাত্র। অলংকার্য্য নয়। তাহার মতে সাধারণ অলংকার, রসবদলংকার এবং স্বভাবোক্তি হলো বক্রোক্তিরই প্রকারভেদ মাত্র। কাব্যের আত্মা কী- এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা ভামহের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে বক্রোক্তি কাব্য সৃষ্টি করে এবং এটাই অলংকার সৃষ্টির মূল -এরূপ সিদ্ধান্ত করায়, তিনিও যে কাব্যে দেহবাদী ছিলেন, তা অবশ্যরূপে বলা যায়।

ভামহের মতে শব্দ এবং অর্থ হল কাব্য। তাই তিনি বলেছেন-'ননু শব্দার্থৌ কাব্যম্'। এই যে 'শব্দার্থৌ' অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্মিলন সাধারণ হলে যে কাব্য হবে না ,তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। শব্দ ও অর্থের সুষম মিলনে যে উক্তির সৃষ্টি হবে, তাকে অবশ্যই বক্র অর্থাৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং মনোহর হতে হবে। তাই তিনি বলেছেন-

"অনিবদ্ধং পুনর্গাথাশ্লোকমাত্রাদি তত্ পুনঃ।

যুক্তং বক্রস্বভাবোক্ত্যা সর্বমেবৈতদিষ্যতে"।।

ভামহ নর-নারীর দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রযুক্ত ভাষাকে বার্তা বলেছেন। তাই তিনি বলেছেন-

"গতোঽস্তমর্কো ভাতীন্দুর্যান্তি বাসায় পক্ষিণঃ।

ইত্যমেবাদি কিং কাব্যম্?বার্ত্তামেনাং প্রচক্ষতে"।।

অতএব ভামহের মতে শব্দ ও অর্থের সম্মিলনই হল কাব্য এবং কাব্যের ভাষা হবে বক্রোক্তি। বক্রোক্তি হল বিশেষ ভঙ্গিতে উপস্থাপিত উক্তি ।তাই কাব্য সৃষ্টি করতে গেলে বক্রোক্তির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।।

দন্ডী

কালক্রমে অলংকারের প্রাধান্য কোনও কোনও আচার্যের দৃষ্টিতে অসমীচীন বলে প্রতিভাত হল। তারা বহিরঙ্গ অপেক্ষা অন্তরঙ্গ ধর্ম অন্বেষণে ব্যাপৃত হল। শেষ পর্যন্ত তারা গুণকে কাব্যের প্রাণভূত ধর্ম বলে মনে করল। এই আলংকারিকদের মধ্যে প্রধান আলংকারিক হলেন দন্ডী।যদিও ভামহ এবং দন্ডীর মধ্যে কে পূর্ববর্তী তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।আচার্য্য দন্ডী তাই গুনপ্রস্থানের প্রবক্তা। তবে কেউ কেউ দণ্ডীকেও অলংকার প্রস্থানের প্রবক্তা বলে মনে করেন। তাদের মতে গুণ যে অলংকারের প্রকারভেদমাত্র তা দন্ডী স্বীকার করেছেন। কিন্তু দণ্ডী গুন ও অলংকার এই উভয় তত্ত্বের মধ্যে কোনও ভেদই স্বীকার

করতেন না- একথা বললে ভুল করা হবে।কেননা শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা প্রভৃতি যে দশটি গুণ দন্ডী উল্লেখ করেছেন, এগুলি তাহার মতে বৈদর্ভীমার্গের প্রাণস্বরূপ-"এতে বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণা দশ গুণাঃ স্মৃতাঃ"। কিন্তু অলংকার সমূহ কাব্যের প্রাণ নয়,কাব্যের শোভাকর মাত্র। অতএব উভয়ের মধ্যে যে ভেদ আছে, তা অনস্বীকার্য। তার মতে গৌড়ীয় মার্গে দশটি গুণের বিপর্য্যয় দেখা যায়-

"শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা।

অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তিসমাধয়ঃ।।

ইতি বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণাঃ দশগুণাঃ স্মৃতাঃ।

এষাং বিপর্য্যয়ঃ প্রায়ো দৃশ্যতে গৌড়বর্ত্মনি"।।

বস্তুত কাব্যাদর্শে গুণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এবং গুণের সঙ্গে অলংকারের ঘনিষ্ঠ থাকায় অনেকে দন্ডীকে গুনপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কাব্যাদর্শের ১/১০ কারিকায় দন্ডী কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে কাব্যের লক্ষণ হল-

"তৈঃ শরীরশ্চ কাব্যানামলংকারাশ্চ দর্শিতাঃ।

শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী"।।

দন্ডীর এই কাব্য লক্ষণের ব্যাখ্যায় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ টীকায় বলেছেন-"ইষ্টাঃ সহৃদয়হৃদ্যাশ্চমৎকারভূময় ইত্যর্থঃ,যেঽর্থাঃ তৈর্ব্যবচ্ছিন্না বিলক্ষণীকৃতা পদাবলী পদসমূহঃ কাব্যস্য শরীরম্।অত্র ইষ্টত্বং চমৎকারভূমিত্বং,চমৎকারশ্চ লোকোত্তরাহ্লাদঃ।তদ্ভূমিস্তজ্জনকঃ।"অতএব তর্কবাগীশের মতে দন্ডী অর্থোপস্কৃত বাক্যকেই কাব্য মনে করেন।

তবে দন্ডীর কাব্যলক্ষণে শরীরের কথা বলা হলেও কাব্যের শরীরী বা আত্মার কথা বলা হয়নি। কাব্যের আত্মা কি-দন্ডী সে সম্বন্ধে নীরব। পূর্বাচার্যগনের মত উল্লেখ করে তিনি কাব্যের শরীরের এবং তার শোভাজনক অলংকারের লক্ষণ ও শ্রেণি নির্দেশপূর্বক কাব্যের স্বরূপ নির্দেশ করেই কার্য সমাধা করেছেন। বিশিষ্ট ধরনের পদাবলীকে কাব্যশরীররূপে গ্রহণ করায়, সেই বিশিষ্ট পদ রচনার প্রয়োজনে উপযুক্ত রীতির আশ্রয় গ্রহণ আবশ্যিক হয়ে পড়ে এবং তার মতে যে রীতি শ্রেষ্ঠ ,সেই রীতির উপাদান হিসাবে গুণ বর্ণনা করার প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবে এসে গেছে। আবার এই গুণাবলীকে বর্ণনা করার প্রয়োজনেই শব্দ ও অর্থালঙ্কার বিচার হয়েছে। এর দ্বারা গুণকেও কাব্যশরীরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা প্রভা টীকায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অতএব দন্ডীর কাব্যালোচনার সামগ্রিক পরিকল্পনার মূলে আছে বিশিষ্ট পদরচনার ব্যাপার এবং এটা হলো রীতি ।তাই দন্ডীকে রীতিপ্রস্থানের প্রবক্তারূপেও স্বীকার করা হয় ।মার্গ,গুণ, অলংকার ইত্যাদি বিষয়ের বিচার ও আলোচনায় দন্ডীর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বচ্ছচিন্তার অভাব আছে– এটা মনে করা যেতেই পারে।কাব্যতত্ত্বালোচনায় দেহবাদী হওয়ায় তিনি এই সমস্ত উপাদানের সঠিক সমন্বয় করতে পারেননি। কাব্যাত্মার সন্ধান না করে, কাব্যের দেহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ায় এই ত্রুটি ঘটেছে। তাই অলংকার, গুণ ও রীতি সম্বন্ধে তার দোলাচল মনোবৃত্তিই তার সম্বন্ধে পন্ডিতমহলে বিভিন্ন অভিমতের সৃষ্টি করেছে।

Ref.

(1)ধ্বন্যালোক।

(২)প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা।

(৩)কাব্যশাস্ত্রীয় পারিভাষিক শব্দো কি নিরুক্তি।